Rajshahi University journal of arts & law   Vol. 51 (2023)   pp. 35-44
ISSN 2309-0898

নাসিফ আল-ইয়াযিজী: আরবি অলংকার অভিজ্ঞানে তাঁর অবদান
[Nasif Al-Yazizi: His Contribution in the Arabic rhetorical experience]

আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা*

Abstract

Shaykh Nasif ibn 'Abdullah al-Yazizi (1800-1871 AD) was one of the architects of the Renaissance movement in the East and a prominent Arabic poet and writer in Syria and Lebanon. Apart from his works on poetry and rhyming prose literature, his works on grammar and ilmul-balagat are particularly notable among the national textbooks. The book '*Iqdul Juman fi Ilmil Bayan'* is his famus work on *Ilmul-Balagat*. The book presents the rules of Balagat in a simple and concise form as well as its application from the *Holy Qur'an*. *Balagat* is rhetoric which is a unique beauty of Arabic language. Despite the extensive practice and competition of rhetoric in the pre-Islamic Jahili era, the rhetorical beauty of the *Holy Qur'an* has outpaced all previous beauties. As a result, the predominance of the example of Balagat or rhetorical rules through the verses of the *Holy Qur'an* has become predominant. The successful implementation of this has been observed in the book *'Iqdul Juman fi Ilmil Bayan'*. Through the book *'Iqdul Juman fi Ilmil Bayan'*, on the one hand, it has become impossible to master the overall subject matter of *Balagat* or rhetoric, on the other hand, the subject of the superiority of the *Holy Qur'an* in the beauty of language has come in front of the reader.]

মূল শব্দ: নাসিফ আল-ইয়াযিজী, আরবি ভাষা, আরবি অলংকার অভিজ্ঞান, ইকদুল জুমান ফী ইলমিল বয়ান ও পবিত্র কোরআন।

ভূমিকা

শায়খ নাসিফ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ আল-ইয়াযিজী (১৮০০-১৮৭১ খৃ.) প্রাচ্যের রেঁনেসা আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি এবং সিরিয়া-লেবাননের প্রতিথযশা আরবি কবি ও সাহিত্যিক। তাঁর কবিতা ও ছন্দবদ্ধ গদ্য সাহিত্য বিষয়ক রচনাবলীর পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তক জাতীয় গ্রন্থাদির মধ্যে ব্যাকরণ ও ইলমুল-বালাগাত বিষয়ক রচনাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *'ইকদুল জুমান ফী ইলমিল বায়ান'* গ্রন্থটি ইলমুল-বালাগাত বিষয়ে তাঁর অমরকীর্তি। বালাগাত হলো– আরবি অলংকার অভিজ্ঞান যা আরবি ভাষার এক স্বতন্ত্র সৌন্দর্য। গ্রন্থটিতে বালাগাতের নিয়মকানুন সহজ-সাবলীল ও সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপনের পাশাপাশি পবিত্র কোরআন থেকে এর প্রয়োগ তুলে ধরা হয়েছে। ইলমুল বালাগাতে তাঁর অবদান এ বিষয়ে আগ্রহীদের খোরাক যোগাতে সক্ষম হয়েছে।

নাম ও বংশ পরিচয়

শায়খ নাসিফ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন নাসিফ ইব্‌ন জুমবুলাত ইব্‌ন সা'আদ আল-ইয়াযিজী আল-লিবনানী।[১] তারা মূলত হিমসের অধিবাসী ছিলেন। আল-ইয়াযিজী তুর্কি শব্দ, যার অর্থ– লেখক। তাঁর উর্দ্ধতন কোন পুরুষ হিম্‌সের আমির আহমদের লেখক ছিলেন।[২] নাসিফ আল-ইয়াযিজীর দাদার দাদা সা'আদ আল-ইয়াযিজী ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে সপরিবারে হিমস থেকে লেবাননের উপকূলবর্তী এলাকায় বৈরূতের নিকটবর্তী শাভিফাত অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন।[৩]

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, বাংলাদেশ, E-mail: d.asmtoha@gmail.com

জন্ম ও শৈশব

শায়খ নাসিফ আল-ইয়াযিজী বৈরুতের শাভিফাত এর কাফারশিমা গ্রামে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন।[৪] তাঁর পিতা সমকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ ডাক্তার এবং শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তার কাছ থেকেই শায়খ নাসিফ আল-ইয়াযিজী প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন।[৫] আরবি ব্যকরণ, ভাষা, কবিতা ইত্যাদির চর্চায় তার শৈশব কেটে যায়।[৬]

শিক্ষা-দীক্ষা

সেকালে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার তেমন সুযোগ ছিল না। ব্যক্তি ও উপসনালয় কেন্দ্রিক লেখাপড়া হত। খৃস্টান পণ্ডিত ম্যারোনাইটের কাছে লেখাপড়া করলেও তিনি তাতে তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি বিভিন্ন বই পুস্তকের সন্ধান করতে থাকেন। তার হাতে কোন লিখিত কপি এলেই তা মুখস্ত করতেন বা লিখে নিতেন।[৭] এভাবে চিকিৎসা, দর্শন এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।[৮] পর্যায়ক্রমে আরবি ভাষা, নাহু-সারফ (আরবি ব্যকরণ), বালাগাত (আরবি অলংকার অভিজ্ঞান), কবিতা ইত্যাদির নেতৃত্বদানের পর্যায়ে পৌঁছেন।[৯] দশ বছর বয়স থেকেই তিনি কবিতা রচনা করতেন। ষোল বছর বয়সে তাঁর কাব্য প্রতিভার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।[১০]

কর্মজীবন

শায়খ নাসিফ আল-ইয়াযিজী ম্যারোনাইট ধর্মজাযকের আহ্বানে তার ক্লার্ক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন।[১১] সেখানে দুই বছর (১৮১৬-১৮১৮খৃ.) অতিবাহিত করার পর[১২] তিনি নিজ গ্রামে ফিরে এসে পাঠদান এবং কাব্য ও সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন।[১৩] ইতিমধ্যে তার পরিচিতি লেবাননের দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। লেবনানের আমির দ্বিতীয় বশির আশ-শিহাবী ১৮২৮ সালে তাকে ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে নিয়োগ দেন।[১৪] তিনি তাঁর প্রশংসায় অনেক কবিতা রচনা করেন। ১৮৪০ পর্যন্ত বারো বছর সেখানে অবস্থান করেন।[১৫] সেসময় বিশ্ব বরেণ্য অনেক কবি-সাহিত্যিকের সাথে তার পরিচয় হয়। ফরাসি কবি লামার্টিন (১৭৯০-১৮৬৯ খৃ.) এর সাথে তার সাক্ষাত হয়। কবি তার প্রতিভায় মুগ্ধ হন। এছাড়া ইরাকের বিশিষ্ট কবি আবদুল বাকী আল-উমরী (১৭৯০-১৮৬২খৃ.) এবং লেবাননের কবি শায়খ ইবরাহিম আল-আহদাব (১৮২৬-১৮৯১ খৃ.) প্রমুখের সাথে পরিচয় লাভ করেন। ১৮৪০ খৃ. আমির বাশির এর নির্বাসনের[১৬] পর শায়েখ ইয়াযিজী সপরিবারে বৈরূত গমন করেন এবং বাকি জীবন জ্ঞান-গবেষণা, শিক্ষকতা, কবিতা রচনা এবং সাহিত্যচর্চায় কাটিয়ে দেন।[১৭] সেসময় তিনি আমেরিকান খৃস্টান মিশনারীর সংস্পর্শে আসেন এবং বাইবেলের আরবি অনুবাদ ও বিভিন্ন প্রকাশনার প্রুফ রীডার হিসেবে কাজ করেন।[১৮] তিনি বুতরুস আল-বুসতানীর প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল স্কুল, এরপর ম্যারোনাইটদের প্যাট্রিয়ার্কেল স্কুল এবং পরবর্তীতে সিরিয়ান ইংলিশ কলেজে (যা পরবর্তীতে আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে পরিণত হয়) শিক্ষকতা করেন।[১৯] ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদদের সাথে তার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তিনি সিরিয়ান একাডেমির প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন।[২০] শেষ জীবনে তিনি প্রচুর যশ-খ্যাতি অর্জন করেন।

ধর্ম বিশ্বাস

শায়েখ নাসিফ আল-ইয়াযিজী ক্যাথলিক খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী ছিলেন। মূলত ইয়াযিজী পরিবার অর্থডক্স থেকে ক্যাথলিক খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে।[২১] তবে তিনি কোরআন কারিম হেফজ করেছিলেন। যা একজন খৃস্টান ধর্মের অনুসারীর জন্য অস্বাভাবিকই বটে।[২২]

পরিবার

১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাবাত নামের ১৯ বছর বয়সের এক তরুণীকে বিয়ে করেন।[২৩] তারা প্রায় ৪০ বছর একত্রে বসবাস করেন।[২৪] তাদের আট সন্তান ছিল।[২৫]

মৃত্যু
শায়েখ নাসিফ আল-ইয়াযিজী সারাজীবন জ্ঞান গবেষণা, লেখালেখি আর কবিতাচর্চার মাধ্যমে অতিবাহিত করেন। ১৮৬৯ সালে ৬৯ বছর বয়সে পক্ষাঘাতগ্রস্থ হলে তার বাম দিক অকেজো হয়ে পড়ে। তিনি বিছানাগত হয়ে পড়েন।[২৬] এর মাঝে তার বড় ছেলে শায়খ হাবিব মারা যায়। এই শোক কাটিয়ে ওঠার আগেই ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭১ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।[২৭]

রচনাবলী
আরবি ভাষা ও সাহিত্যে শায়খ নাসিফ আল-ইয়াযিজীর গুরুত্বপূর্ণ আবদান রয়েছে। তিনি বালাগাত, মানতিক, ছন্দবিদ্যা, ব্যাকরণ, ভাষা, ইতিহাস এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি বিচিত্র বিষয়ে কবিতার সংগ্রহ এবং অসংখ্য কাব্যিক ও গদ্যরীতির চিঠিপত্র রেখে গেছেন। তার রচনাবলীকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। এক. কবিতা, দুই, গদ্য-কলা, তিন. ভাষাতত্ত্ব। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হল।

বাইবেল অনুবাদ
শায়খ নাসিফ আল-ইয়াযিজী মূল ভাষা থেকে আরবিতে বাইবেল অনুবাদে ডক্টর কর্নেলিয়াস ভান্ডিক, বুতরুস আল-বুস্তানী এবং ইউসুফ আল-আসির আল-আজহারির সাথে কাজ করেন। সম্পূর্ণ অনুবাদটি ২৩ আগস্ট, ১৮৬৪ তে সমাপ্ত হয়, যা ২৯ মার্চ, ১৮৬৫ তে মুদ্রিত হয়।[২৮]

আরবি ব্যাকরণ বিষয়ক
১. لمحة الطرف في أصول الصرف (লামহাতুত তরফ ফী উসূলীস সরফ) : এটি ছোট একটি ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ। বইটির রচনাকাল ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দ হলেও ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে বৈরুতের মুখলিসিয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।[২৯]

২. ألجمانة في شرح الخزانة (আল জুমানাহ ফী শারহিল খাযানাহ) : الخزانة ইলমুস সরফ সম্পর্কিত দীর্ঘ রচনা। লেখক সেটির সমৃদ্ধ ব্যাখা করেছেন এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞানের মূলনীতি এবং ব্যবহারিক বিষয়াবলী উপস্থাপন করেছেন। বইটির রচনাকাল ১৮৬৪ সাল এবং প্রথম সংস্করণ মুখলিসয়্যিাহ প্রেস থেকে এবং পরবর্তী সংস্করণ ১৮৭২ সালে আমেরিকানিয়্যাহ প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।[৩০]

৩. طوق الحمامة (ত্বওকুল হামামাহ) : এটি ইলমুন নাহু সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা যা ১৮৬৫ সালে মুখলিসিয়্যাহ প্রেস থেকে ছাপা হয়।[৩১]

৪. ألباب في أصول العرب (আল বাবু ফী উসূলিল আরব) : এটি নাহুর মূলনীতি এবং ব্যাখাসম্বলিত পুস্তিকা যা বৈরুত থেকে ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয়।[৩২]

৫. نار القري شرح جوف الفرا (নারুল ক্বরিয়্যি শারহি জাওফুল ফিরা) : এটি নাহু বিষয়ক দীর্ঘ রচনা। এখানে নাহুর বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে।[৩৩] এটি নাহু বিষয়ক সবচেয়ে যুগোপযোগী গ্রন্থ। এটির রচনাকাল ১৮৬১ সাল এবং প্রকাশকাল ১৮৬৩ সাল।[৩৪]

৬. ألجوهر الفرد (আল জাওহারুল ফারদ) : এটি সংক্ষিপ্ত একটি পুস্তিকা। বৈরুতের মুখলিসিয়্যাহ প্রেস থেকে ১৮৬৫ সালে মুদ্রণ হয়।[৩৫] পরবর্তীতে লেখকের পুত্র বইটির ব্যাখা করে এবং ১৮৮৮ সালে مطالع السعد في شرح ألجوهر الفرد শিরোনামে বৈরূত থেকে প্রকাশ পায়।[৩৬]

৭. فصل الخطاب في أصول لغة الإعراب (ফাসলুল খিতাব ফী ফুসূলিল ই'রাব) : এটি দুটি বইয়ের সমষ্টি রূপ। 'কিতাবুত তাসরীফ' ও 'কিতাবুন নাহু'। বইটি ১৮৫৪ সালে প্রথম বৈরুত থেকে এবং পরবর্তীতে ১৮৬৬ সালে নতুনরূপে প্রকাশ পায়।[৩৭]

বালাগাত ও ছন্দবিজ্ঞান বিষয়ক

১. عقد الجمان في علم البيان ('ইকদুল জুমান ফী ইলমিল বায়ান): এটি 'ইলমুল মা'য়ানি, 'ইলমুল বায়ান এবং 'ইলমুল বাদি' সম্পর্কিত গ্রন্থ। লেখক ১৮৪৮ সালে এ গ্রন্থটি রচনা করেন। عقد الجمان في علم البيان নামে ধারাবাহিকভাবে বইটির অনেকগুলো সংস্করণ বৈরুতে ছাপা হয়। মূলত مجموع الادب في فنون العرب শিরোনামে লেখকের বিখ্যাত বইটিতে দুটি অংশ রয়েছে। একটির নাম عقد الجمان في علم البيان আরেকটির নাম نقطة الدائرة في علم العروض والقوافي [৩৮]

২. نقطة الدائرة في علم العروض والقوافي (নুকতাতুত দা'ঈরাহ ফী ইলমিল আরূয ওয়াল কাওয়াফী): এটি ছন্দবিজ্ঞান এবং অন্ত্যমিল সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ। عقد الجمان في علم البيان বইটির সঙ্গে একত্রে এটি ছাপা হয়।[৩৯]

৩. ألجامعة (আল জামি'আ) : এটি ছন্দবিজ্ঞান এবং অন্ত্যমিল সম্পর্কিত সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ। লেখক ১৮৫৩ সালে এই বইটি রচনা করেন। পরবর্তীতে তার ছেলে হাবীব এটির ব্যাখা করে ألالمعة في شرح الجامعة নামে নামকরণ করে।[৪০]

৪. ألطراد المعلم (আত তিরাদ আল মু'আল্লিম): এটি ইলমুল বায়ান সম্পর্কিত পুস্তিকা। লেখক বইটিতে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা উল্লেখপূর্বক ব্যাখা করেন। ১৮৬১ সালে বইটি লেখা হলেও ১৮৬৭ সালে বৈরূতের মুখলিসিয়্যাহ প্রেস থেকে ছাপা হয়।[৪১]

আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক

১. نقد طبعة دي ساسي لمقامات الحريري (নাকদুন ত্বব'আতুন দী সাসী লি মাকামাতিল হারীরী): এটি একটি দীর্ঘ লেখনী। ১৮৪৮ সালে ✂رسالة الشيخ ناصيف اليازجي البيروتي الي البارون سلوستري دي ساسي✂ শিরোনামে[৪২] আরবিতে এবং "Epistola critica Nasif al Yazigi Berytensis ad De Sacyum" শিরোনামে ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত হয়।[৪৩]

২. مجمع البحرين (মাজমা'উল বাহরাইন): এটি শায়খ নাসিফ আল-ইয়াযিজির মাকামাহ গ্রন্থ। এখানে ৬০টি মাকামাহ রয়েছে। যাতে লেখক আবুল কাসিম আল হারীরির মাকামা রচনায় অনুসৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। বৈরূত থেকে ১৮৫৬ সালে বইটির প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়।[৪৪]

৩. العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب المتنبي (আল ইরফুত্ ত্বয়্যিব ফী শারহি দীওয়ানি আবীত্ ত্বয়্যিব): এটি মুতানাব্বির দীওয়ানের ব্যাখ্যগ্রন্থ। তিনি এটির লেখা সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। পরবর্তীতে তার ছেলে ইবরাহীম সমাপ্ত করে, যা ১৮৬২ সালে ছাপা হয়।[৪৫]

৪. رسالة في أحوال لبانن في العهد الإقطاعي (রিসালাতু ফী আহওয়ালি লিবানন ফী 'আহদিল ইকতা'ঈ): এটি লেবাননের নাগরিক-জীবন এবং তাদের সার্বিক জীবন-জীবিকা সম্পর্কিত অনন্য অভিধান।[৪৬]

কবিতা বিষয়ক

১. نبذة من ديوان الشيخ ناصيف اليازجي (নাবযাতুন মিন দীওয়ানি আশ শায়খ নাসিফ আল-ইয়াযিজী): এটি ১৮৫৩ সালে সর্বপ্রথম বৈরুতে মুদ্রণ হয়। অতঃপর আশ-শারকিয়্যাহ আল-হাদাস প্রেসে তার ছেলে ইবরাহীম কর্তৃক সংশোধন করে ✂النبذة الاولي✂ শিরোনামে প্রকাশ করা হয়।[৪৭]

২. نفحة الريحان (নাফহাতুর রায়হান): এটি তার আরেকটি দীওয়ান যা ✂النبذة الثانية✂ নামে পরিচিত। ১৮৬৪ সালে বৈরুতে আল 'আমূমিয়্যাহ প্রেসে প্রথমবার ছাপা হয়।[৪৮]

৩. ثالث القمرين (ছালিছুল ক্বমরীন): এটি আরেকটি দীওয়ান। ১৮৮৩ সালে বৈরুতে ছাপা হয়।[৪৯]

৪. نبذة تواريخ مقطفة من ديوان الشيخ ناصيف اليازجي (নুবজাতু তাওয়ারীখি মুকত্বফাতি মিন দীওয়ানি আশ-শায়খ নাসিফ আল-ইয়াযিজী): এটি ১৮৫৯ সালে ছাপা হয়।[৫০]

৫. فاكهة الندماء في مراسلات الادباء (ফাকিহাতুন নুদামা ফী মুরাসালাতিল উদাবা): এটি শায়খ ইয়াযিজী এবং তার সময়ে সিরিয়া, ইরাক, মিসর এবং মরক্কোর কবি-সাহিত্যিকদের কবিতা সংকলন। বৈরুতের মুখলিসিয়্যাহ প্রেস ১৮৫৬ সালে ছাপা হয়।[৫১]

৬. البرهان الصريح في إثبات لا موت المسيح (আল বুরহান আস সারীহ ফী লা মাওতিল মাসীহ): এটি ধর্ম সম্পর্কিত কবিতার বই। ১৮৬৮ সালে এটির মুদ্রণ হয়।[৫২]

মানতিক বিষয়ক

১. قطب الصناعة في أصول المنطق (ক্বুতুবুস সানাআ'হ ফী উসূলীল মানতিক) : এটি সংক্ষিপ্ত একটি রচনাপত্র। এখানে ইলমুল মানতিকের ✂قضايا✂ এবং ✂قياسات✂ এর প্রকার এবং মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৩]

২. التذكرة في أصول المنطق (আত তাজকিরাতু ফী উসূলিল মানতিক) : এটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ। এখানে ইলমুল মানতিকের আরকানসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। এ দুটি বই এক মলাটে ১৮৫৮ সালে ছাপা হয়।[৫৪]

চিকিৎসা বিষয়ক

ألحجر الكريم في الطب القديم (আল-হাজরুল কারীম ফীত্ তিব আল-কাদীম): এটি চিকিৎসা সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা। এখানে লেখক চিকিৎসা বিষয়ক কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন।[৫৫] এছাড়াও তার অপ্রকাশিত আরো অনেক লেখা রয়েছে।

ইলমুল বালাগাতে তাঁর অবদান

علم البلاغة আরবি ব্যাকরণের একটি প্রকরণ। এটি একটি যৌগিক শব্দ। প্রথমটি علم অর্থ- জ্ঞান, বিজ্ঞান, তত্ত্ব, তথ্য, শাস্ত্র ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি البلاغة যা শব্দমূল ب ل غ হতে উৎকলিত। অর্থ- পৌঁছা, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা, উপনীত হওয়া ইত্যাদি। এ অর্থেই পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً .

অর্থাৎ 'ক্রমে সে যখন পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে পৌঁছে।'[৫৬] বস্তুত علم البلاغة এমন এক প্রকার বিদ্যা যা অর্জন করলে বক্তা তার মনের ভাব অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী শ্রোতার কাছে বিশুদ্ধ ভাষায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের অলংকারবিদগণ এবং পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ

বিভিন্নভাবে বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। ইলমুল বালাগাতে শায়খ নাসিফ আল-ইয়াযিজীর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। 'ইকদুল জুমান ফী ইলমিল বায়ান' ইলমুল-বালাগাত বিষয়ে তাঁর রচিত অমর গ্রন্থ।

'ইকদুল জুমান ফী ইলমিল বায়ান' পরিচিতি ও পর্যালোচনা

পুরো নাম 'ইকদুল জুমান ফি ইলমিল বায়ান' (عقد الجمان في علم البيان) হলেও 'ইকদুল জুমান' নামেই পরিচিত। শাব্দিক অর্থ- 'মুক্তার মালা'। মুলত এটি ইলমুল বালাগাত বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থ। তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত বইটির প্রথম অধ্যায়ে ইলমুল মা'য়ানি, [৫৭] দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইলমুল বায়ান[৫৮] এবং তৃতীয় অধ্যায়ে ইলমুল বাদি[৫৯] আলোচিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায় আটটি অনুচ্ছেদে, দ্বিতীয় অধ্যায় তিনটি অনুচ্ছেদে এবং তৃতীয় অধ্যায় দুইটি অনুচ্ছেদে বিস্তৃত হয়েছে।[৬০] বর্তমানে مجموع الادب في فنون العرب শিরোনামে লেখকের বিখ্যাত বইটিতে দুটি অংশ পাওয়া যায়। প্রথম অংশ ইলমুল বালাগাত (অলংকার অভিজ্ঞান) বিষয়ক 'ইকদুল জুমান ফি ইলমিল বায়ান' (عقد الجمان في علم البيان) এবং দ্বিতীয় অংশ ইলমুল উরূয (ছন্দবিজ্ঞান ও অন্ত্যমিল) বিষয়ক 'নুকতাতুত দা'ঈরাহ ফি ইলমিল আরূয ওয়াল কাওয়াফী' (نقطة الدائرة في علم العروض والقوافي)।

সহজ ও বোধগম্য ভাষার ব্যবহার

সহজ-সাবলীল ও বোধগম্য ভাষায় রচিত হওয়ায় বইটি সুখপাঠ্য ও আয়ত্ব করার যথেষ্ট উপযোগী। কোন বিষয়ের আলোচনা করার আগে সে বিষয়ের হাকিকত বা প্রকৃতি শিরোনাম দিয়ে বিষয়টিকে বোধগম্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন ইলমুল মা'য়ানি আলোচনা করতে প্রথমে শিরোনাম দেয়া হয়েছে 'হাকিকতু হাযাল ফান্নি' বা 'এই বিষয়ের প্রকৃতি'।[৬১] এরপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। একাধিক জায়গায় কোন নীতিমালায় প্রয়োগ হলে সেগুলোকে ক্রমিক নম্বর দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীদের মুখস্ত করা সহজ হয়। অধ্যায়ের শেষে অনুশীলনী সংযোজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠের মূল্যায়ন হয়ে যায়। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে গ্রন্থটি উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

কোরআনের আয়াতের উল্লেখ

লেখক গ্রন্থটিতে বালাগাত বিষয়ক নীতিমালা বর্ণনা করার পর উদাহরণ হিসেবে প্রায়ই পবিত্র কোরআনের আয়াত উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে প্রথমত. কোরআন মজিদ বালাগাতের অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত. কোরআনের অলৌকিকতার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, এতো বেশি পরিমাণে অলংকারের ব্যবহার সাধারণ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত. আরবি ভাষায় কোরআনের জোরদার প্রভাবের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। কারণ, বালাগাত চর্চায় কোরআনের আলংকারিক সৌন্দর্যই সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে পরিণত হয়েছে। গ্রন্থটির মুল অধ্যায় তিনটি। এক. ইলমুল মা'য়ানি, দুই. ইলমুল বায়ান এবং তিন. ইলমুল বাদি। প্রথম অধ্যায় ইলমুল মা'য়ানিতে ১২৮ টি আয়াত, দ্বিতীয় অধ্যায় ইলমুল বায়ানে ১৭ টি আয়াত এবং তৃতীয় অধ্যায় ইলমুল বাদিতে ৮২ টি আয়াত মিলে মোট উল্লিখিত আয়াত সংখ্যা ২২৭। আয়াত ব্যবহারের একটি নমুনা নিম্নরূপ-

ইলমুল বাদির একটি হলো- 'তিবাক' অর্থাৎ একই বাক্যে বিপরীত অর্থবোধক দুই শব্দ আসা।

(ক) পরস্পর বিপরীত অর্থবোধক শব্দ দু'টিই اسم হবে। যেমন: هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ (তিনিই আদি, তিনিই অন্ত)[৬২] (খ) অথবা শব্দ দু'টিই فعل হবে। যেমন: وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (আর তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান)[৬৩] (গ) অথবা দু'টিই حرف হবে। যেমন: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (সে ভাল যা' উপার্জন করে, তার প্রতিফল তারই এবং সে মন্দ যা' উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই) [৬৪] (ঘ)

অথবা একটি اسم, অপরটি فعل হবে। যেমনঃ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (আর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তার কোন পথ প্রদর্শক নাই)[৬৫] الطباق দু'প্রকার। যথাঃ (১) طِبَاقُ الإِيْجَابِ (২) طِبَاقُ السَّلْبِ। প্রথমটির আলোচনা হলো। দ্বিতীয়টি হলো বিপরীত অর্থবোধক শব্দ দু'টিতে হাঁ-সূচক এবং না-সূচক হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বিরোধ থাকা।

(ক) বাক্যে একই مصدر থেকে উৎকলিত এমন দু'টি فعل একত্রিত হবে, যার একটি হাঁ-সূচক হবে, অপরটি না-সূচক। যেমনঃ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ (তারা মানুষের নিকট হতে [নিজেদের অপকর্ম] লুকিয়ে রাখতে চায়, কিন্তু আল্লাহর নিকট থেকে তারা কিছুই লুকাতে পারে না)[৬৬]

(খ) অথবা উভয় فعل-এর একটি আদেশসূচক হবে, অপরটি নিষেধ সূচক হবে। যেমনঃ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ(তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে যা' তোমাদের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছাড়া অন্য অভিভাবকদের অনুসরণ করো না)[৬৭] এখানে অল্প আলোচনায় ছয়টি আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে।[৬৮]

আরবী কবিতার ব্যবহার

প্রথম অধ্যায় ইলমুল মা'য়ানিতে ২৬ টি কবিতা, দ্বিতীয় অধ্যায় ইলমুল বায়ানে ২৮ টি কবিতা এবং তৃতীয় অধ্যায় ইলমুল বাদিতে ৩৬ টি কবিতা মিলে মোট উল্লিখিত কবিতার সংখ্যা ৯০। এসব কবিতার মধ্যে বেশিরভাগ কবিদের নাম উল্লেখ না থাকলেও কয়েকজন কবির নাম উল্লেখ রয়েছে। যেমন ইমরাউল কায়েস, ফারাযদাক আত-তামিমি, আল-আব্বাস ইবনুল আহনাফ, আবুত-তাইয়্যিব আল-মুতানাব্বি, যুহাইর ইবনু আবি সুলামা আল-মুযানি, হারিস ইবনু হিল্লিজাহ, রুবা ইবনু উজায এবং আল কুতামি। কবিতার একটি নমুনা নিম্নরূপ-

'ফাসাহাত ফিল মুফরাদ'- হলো 'তানাফুরে হুরুফ' থেকে মুক্ত হওয়া। এটি শব্দের এমন একটি অবস্থা যেখানে ব্যবহৃত বর্ণের পরস্পর অসঙ্গতির কারণে শব্দটি জিহ্বার উপর ভারি হয় এবং উচ্চারণ করতে কষ্ট হয়। যেমন ইমরাউল কায়েসের কবিতায় مستشزرات শব্দটি। কবি বলেন,

غَدَائِرُهَا مُسْتَشْزِرَاتٌ إِلَى الْعُلَى * تَضِلُّ الْعِقَاصُ فِيْ مُثَنًّى وَّ مُرْسِلِ

(তাঁর [প্রেয়সীর] বেণীবাঁধা চুলগুলো উপরের দিকে উত্থিত; আর তার গিট দেয়া চুল তার কুণ্ডলীকৃত চুল ও ছেড়ে দেয়া চুলের মধ্যে লুকিয়ে যায়) [৬৯]

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামপূর্ব জাহিলি যুগে ইলমুল বালাগাত তথা অলংকারশাস্ত্রের ব্যাপক চর্চা ও প্রতিযোগিতা চললেও পবিত্র কোরআনের আলংকারিক সৌন্দর্য পূর্বের সকল সৌন্দর্যকে হার মানিয়েছে। পরবর্তীতে বালাগাত চর্চায় কোরআনের আলংকারিক সৌন্দর্যই সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে পরিণত হয়েছে। ফলে বালাগাত বা অলংকারশাস্ত্রের নিয়মকানুনের উদাহরণ পবিত্র কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে উপস্থাপনের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। এরই সফল বাস্তবায়ন 'ইকদুল জুমান ফী ইলমিল বায়ান' গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়েছে। এ গ্রন্থের মাধ্যমে একদিকে বালাগাত বা আরবি অলংকার অভিজ্ঞানের সার্বিক বিষয়াবলি আয়ত্ত করা সহজসাধ্য হয়েছে, অন্যদিকে ভাষাসৌন্দর্যে কোরআনের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি পাঠকের সামনে উঠে এসেছে।

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

[১] জুরজি যায়দান, *বানাতুন নাহযাহ আল-আরাবিয়্যাহ* (কায়রো: দারুল কাতেব আল-'আরাবী, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১৬২; ঈসা মিখাইল সাবা, *শায়খ নাসিফ আল-ইয়াযিজী* (মিসর: দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৫), পৃ. ১০; মারুন আ'বুদ, *আদাবুল আরব* (বৈরুত: দারুস সাকাফাহ, ১৯৬৮ খৃ.), পৃ. ৪৪৩; জুরজি যায়দান, *তারাজিমু মাশাহিরিশ শারক*, ২য় খণ্ড (কায়রো: ১৯০২ খৃ.), পৃ. ১১।

[২] *বানাতুন নাহযাহ আল-আরাবিয়্যাহ*, পৃ. ১৬২; আনিস আল-মাকদাসী, *আল-ফুনুন আল-আদাবিয়্যাহ ওয়া আ'লামুহা* (বৈরুত: দারুল 'ইলম লিলমালাইন, ১৯৯০ খৃ.), পৃ. ৫৬।

[৩] *বানাতুন নাহযাহ আল-আরাবিয়্যাহ*, পৃ. ১৬২; মুহাম্মাদ ইউসুফ কোকেন, *আ'লামুন নাছর ওয়াশ শির ফিল 'আসরিল হাদিস*, ১ম খণ্ড (হায়দারাবাদ: দারুল মা'আরিফ আল-উসমানিয়্যাহ, ১৯৮০ খৃ.), পৃ. ৬২।

[৪] *আদাবুল আরব*, পৃ. ৪৪৩; *বানাতুন নাহযাহ আল-আরাবিয়্যাহ*, পৃ. ১৬২।

[৫] *শায়খ নাসিফ আল-ইয়াযিজী*, পৃ. ১০; হান্না আল-ফাখুরি, *আল-জামি' ফি তারিখিল আদাব আল-'আরাবি, আল-আদাবুল হাদিস* (বৈরুত: দারুল জিল, ১৯৮৬ খৃ.), পৃ. ৪৯।

[৬] ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ, *নাসিফ আল-ইয়াযিজী হায়াতুহূ ওয়া আসরুহূ* (রাজশাহী: মারকাযুল বুহুস আল-ইসলামিয়্যাহ, ২০১০), পৃ. ৫২।

[৭] *আল-ফুনুন আল-আদাবিয়্যাহ ওয়া আ'লামুহা*, পৃ. ৫৬-৫৭; ড. সামী আদ-দিহান, *কুদামাউ ওয়া মুয়াসিরূন* (মিসর, দারুল দারুল মা'আরিফ, ১৯৬১), পৃ. ১৪৫।

[৮] *শায়খ নাসিফ আল-ইয়াযিজী*, পৃ. ১০ ।

[৯] *বানাতুন নাহযাহ আল-আরাবিয়্যাহ*, পৃ. ১৬৩; *আল-ফুনুন আল-আদাবিয়্যাহ ওয়া আ'লামুহা*, পৃ. ৮৫।

[১০] *প্রাগুক্ত*।

[১১] *শায়খ নাসিফ আল-ইয়াযিজী*, পৃ. ১০; *আল-জামি' ফি তারিখিল আদাব আল-'আরাবি, আল-আদাবুল হাদিস*, পৃ. ৪৯।

[১২] *আল-ফুনুন আল-আদাবিয়্যাহ ওয়া আ'লামুহা*, পৃ. ৫৭।

[১৩] *শায়খ নাসিফ আল-ইয়াযিজী*, পৃ. ১১।

[১৪] উমর আদ-দাসুকি, *ফিল আদাবিল হাদিস ১ম খণ্ড* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৭৩), পৃ. ৭০; জুরজি যায়দান, *তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, ২য় খণ্ড* (বৈরূত: দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৮৩ খৃ.), পৃ. ৫৯৮।

[১৫] *বানাতুন নাহযাহ আল আরাবিয়্যাহ*, পৃ. ১৬৩; *আ'লামুন নাছর ওয়াশ শির ফিল 'আসরিল হাদিস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪।

[১৬] *আল-ফুনুন আল-আদাবিয়্যাহ ওয়া আ'লামুহা*, পৃ. ৫৭।

[১৭] *শায়খ নাসিফ আল-ইয়াযিজী*, পৃ. ১১।

[১৮] ড. আহমদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস* (চট্টগ্রাম: আল-আকিব প্রকাশনী, ২০০৪ খৃ.), পৃ. ৭৫।

[১৯] ড. সামী আদ-দিহান, *কুদামাউ ওয়া মুয়াসিরুন*, পৃ. ৪৬- ৪৭।

[২০] *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, পৃ. ৭৫।

[২১] *আল-ফুনুন আল-আদাবিয়্যাহ ওয়া আ'লামুহা*, পৃ. ৫৬।

[২২] Haywood, J. A. *Modern Arabic Literature (1800-1970)*, (London: Lund Humphries, 1971). p. 44.

[২৩] *আল-ফুনুন আল-আদাবিয়্যাহ ওয়া আ'লামুহা*, পৃ. ৬৪; ঈসা ইসকিনদার আলমা'লুফ, *আলগুরারুত তারিখিয়্যাহ ফিল উসরাতিল ইয়াযিজিয়্যাহ* (বৈরূত: ১৮৭১), পৃ. ৯৯।

[২৪] *আ'লামুন নাছর ওয়াশ শির ফিল 'আসরিল হাদিস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯।

[২৫] *প্রাগুক্ত*।

[২৬] *আল-জামি' ফি তারিখিল আদাব আল-'আরাবি, আল-আদাবুল হাদিস*, পৃ. ৪৯; *বানাতুন নাহযাহ আল আরাবিয়্যাহ*, পৃ. ১৬৫।

[২৭] *প্রাগুক্ত*।

[২৮] দ্র. *বাইবেল*, (কায়রো: দারুস সাকাফাহ), তা. বি.।
[২৯] মাজাল্লাহ আল-শারক, সংখ্যা: ২৬ (বৈরুত: ক্যাথলিক প্রেস, ১৯২৮), পৃ. ৯২৪।
[৩০] প্রাগুক্ত।
[৩১] হান্না আল-ফাখুরি, *আল-জামি' ফি তারিখিল আদাব আল-'আরাবি, আল-আদাবুল হাদিস*, পৃ. ৯৪৫।
[৩২] *বানাতুন নাহযাহ আল-আরাবিয়্যাহ*, পৃ. ১৮০, *আল-ফুনুন আল-আদাবিয়্যাহ ওয়া আ'লামুহা*, পৃ. ১০৬।
[৩৩] মুহাম্মাদ ইউসুফ কোকেন, *আ'লামুন নাছর ওয়াশ শির ফিল 'আসরিল হাদিস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮।
[৩৪] মাজাল্লাহ আল-শারক, সংখ্যা: ২৬, পৃ. ৯২৪।
[৩৫] *আল-ফুনুন আল-আদাবিয়্যাহ ওয়া আ'লামুহা*, পৃ. ১০৬, হান্না আল-ফাখুরি, *আল-জামি' ফি তারিখিল আদাব আল-'আরাবি, আল-আদাবুল হাদিস*, পৃ. ৯৪৫।
[৩৬] মাজাল্লাহ আল-শারক, সংখ্যা: ২৬, পৃ. ৯২৫; মুহাম্মাদ ইউসুফ কোকেন, *আ'লামুন নাছর ওয়াশ শির ফিল 'আসরিল হাদিস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮।
[৩৭] হান্না আল-ফাখুরি, *আল-জামি' ফি তারিখিল আদাব আল-'আরাবি, আল-আদাবুল হাদিস*, পৃ. ৯৪৫।
[৩৮] *আল-ফুনুন আল-আদাবিয়্যাহ ওয়া আ'লামুহা*, পৃ. ১০৭।
[৩৯] প্রাগুক্ত।
[৪০] হান্না আল-ফাখুরি, *আল-জামি' ফি তারিখিল আদাব আল-'আরাবি, আল-আদাবুল হাদিস*, পৃ. ৯৪৬।
[৪১] মাজাল্লাহ আল-শারক, সংখ্যা: ২৬, পৃ. ৯২৬।
[৪২] হান্না আল-ফাখুরি, *আল-জামি' ফি তারিখিল আদাব আল-'আরাবি, আল-আদাবুল হাদিস*, পৃ. ৯৪৬।
[৪৩] মাজাল্লাহ আল-শারক, সংখ্যা: ২৬, পৃ. ৯২৬।
[৪৪] হান্না আল-ফাখুরি, *আল-জামি' ফি তারিখিল আদাব আল-'আরাবি, আল-আদাবুল হাদিস*, পৃ. ৯৪৬।
[৪৫] ড. উমর ফাররুখ, *আল-মিনহাজ ফিল আদাবিল-'আরাবি ওয়া তারিখিহি* (বৈরূত: দারুল কুতুব, ১৯৫৯ খ্রি.), পৃ. ১৭৯।
[৪৬] *আল-ফুনুন আল-আদাবিয়্যাহ ওয়া আ'লামুহা*, পৃ. ১০৬, ; হান্না আল-ফাখুরি, *আল-জামি' ফি তারিখিল আদাব আল-'আরাবি, আল-আদাবুল হাদিস*, পৃ. ৯৪৭।
[৪৭] *মাজাল্লাহ আল-শারক*, সংখ্যা: ২৬, পৃ. ৯৩০।
[৪৮] *শায়খ নাসিফ আল-ইয়াযিজী*, পৃ. ২২০।
[৪৯] হান্না আল-ফাখুরি, *আল-জামি' ফি তারিখিল আদাব আল-'আরাবি, আল-আদাবুল হাদিস*, পৃ. ৯৪৮।
[৫০] কামিল সুলায়মান আর-জাবুরী, *মু'জামুশ-শুয়ারা, ৬ষ্ঠ খণ্ড* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি.),পৃ. ১৫।
[৫১] *আল-ফুনুন আল-আদাবিয়্যাহ ওয়া আ'লামুহা*, পৃ. ১০৬।
[৫২] *মাজাল্লাহ আল-শারক*, সংখ্যা: ২৬, পৃ. ৯৩০।
[৫৩] *শায়খ নাসিফ আল-ইয়াযিজী*, পৃ. ২২১।
[৫৪] হান্না আল-ফাখুরি, *আল-জামি' ফি তারিখিল আদাব আল-'আরাবি, আল-আদাবুল হাদিস*, পৃ. ৯৪৭।
[৫৫] *আল-ফুনুন আল-আদাবিয়্যাহ ওয়া আ'লামুহা*, পৃ. ১০৭; মুহাম্মাদ ইউসুফ কোকেন, *আ'লামুন নাছর ওয়াশ শির ফিল 'আসরিল হাদিস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯।
[৫৬] সুরা আহকাফ, আয়াত: ১৫।
[৫৭] ইলমুল মা'য়ানি হলো অর্থালংকার। এটি এমন একটি বিদ্যা যা দ্বারা আরবি শব্দের ঐ অবস্থাসমূহ জানা যায়, যার মাধ্যমে অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী বক্তব্য উপস্থাপন করা যায়। দ্র. প্রফেসর ড. মু. নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান* (রাজশাহী: সাফিউল্লাহ, ৫/৩০ বিনোদপুর, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৫৫।
[৫৮] ইলমুল বায়ান হলো বর্ণনালংকার। এটি এমন কতকগুলো নিয়মনীতি সম্বলিত বিদ্যার নাম যা দ্বারা একটি ভাব/অর্থকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে অবস্থার চাহিদা মোতাবেক বর্ণনার পন্থা জানা যায়। দ্র. *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, পৃ. ১৫৭।

[৫৯] ইলমুল বাদি হলো বাক্যালংকার। এটি এমন এক প্রকার বিদ্যা যা দ্বারা অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী বক্তব্যকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার নিয়মাবলী জানা যায়। দ্র. *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, পৃ. ২৫৫।

[৬০] শায়খ নাসিফ আল-ইয়াযিজী, *মাজমুউল আদাব* (১ম অংশ) *'ইকদুল জুমান'* (বৈরূতঃ আল-মাতবায়াহ আল-আমিরকানিয়্যাহ, ১৯৩২), সূচীপত্র।

[৬১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

[৬২] সুরা হাদিদ, আয়াতঃ ৩।

[৬৩] সুরা নাজম, আয়াতঃ ৪৩।

[৬৪] সুরা বাকারা, আয়াতঃ ২৮৬।

[৬৫] সুরা রাদ, আয়াতঃ ৩৩।

[৬৬] সুরা নিসা, আয়াতঃ ১০৮।

[৬৭] সুরা আরাফ, আয়াতঃ ৩।

[৬৮] *মাজমুউল আদাব* (১ম অংশ) *'ইকদুল জুমান'*, পৃ. ১৪২।

[৬৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।